Department of Bengali

Patna university

Subject - Bengali

Semester 2 CC 05

Teacher Dr. Sagar Sarkar

Drama of 19th century

" সাজাহান" নাটকটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটক কিনা - বিচার করো।

"সাজাহান" একটি ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্র অবলম্বনে এই নাটকের কায়া কান্তি গঠিত হয়েছে। নাটকটির ঘটনা, চরিত্র, প্রেক্ষাপট, বিষয় বস্তু সমস্ত ইতিহাস দ্বারা সিদ্ধ। তবে দু-একটি কাল্পনিক চরিত্র নাট্যকার সংযোজন করলেও তা নাটকের প্রয়োজনে সেগুলো চরিত্র ঐতিহাসিক প্রামাণিক সত্য।এবার দেখে নেওয়া যাক শাজাহান নাটকটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কতটা সার্থক ঐতিহাসিক নাটক।

শাহজাহানের জীবনের শেষ ৮ বছরের ঘটনা অবলম্বনে আলোচ্য নাটকের কাহিনী গড়ে উঠেছে। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শাহজাহান গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।ফলে তিনি দরবারে যাওয়া এবং অলিন্দ থেকে প্রদর্শন বন্ধ করতে এবং প্রজাদের দর্শন দিতে বন্ধ করতে বাধ্য হলেন । এই সময় গুজব রটে গেল যে সম্রাট-শাহজাহান মৃত ।এমত অবস্থায় পুনরায়

অলিন্দে দর্শন দিতে বাধ্য হলেন কিন্তু তাতেও গুজবের অবসান হলো না । গুজব রটে গেল বা ছড়ানো হল যে যুবরাজ দ্বারা শাহজাহানের মৃত্যুর সংবাদ গোপন রেখে একজন খোজা প্রহরী কে সম্রাটের পোশাক পরিয়ে প্রজাদের ধোঁকা দেবার ব্যবস্থা করেছেন । সারাদেশে ব্যাপক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল শাজাহান নিজের শরীর অবস্থা বুঝতে পেরে দারাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেন। তারপর তিনি মমতাজের স্মৃতির পাশে শেষ দিনগুলো কাটানোর জন্য আগ্রায় চলে গেলেন। বাকি জীবনটা এই আগ্রার দুর্গে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে তাকে কাটাতে হয়েছিল আআগ্রয় আসবার পর শাজাহান কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল । তার পরামর্শ নিয়েই দারা রাজকার্য করতে থাকেন কিন্তু ওদিকে অন্যদের কাছে শাহজাহানের মৃত্যুর গুজব পৌঁছে গেছে। সুজা রাজমহলে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন এবং রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করলেন । অন্যদিকে মুরাদ গুজরাটে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন । কিছুদিন ইতস্তত করে ওরঙ্গজেব স্বাধীন রাজার মতো আচারণ করতে শুরু করেন এবং মরাদের সংগে যোগ দেন । তাদের দুজনের মধ্যে গোপন সন্ধি হয় শাহজাহান অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে পুত্রদের বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনা না পাঠিয়ে পারলেন না। “সাজাহান” নাটকের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যেই নাট্যকার তদানীন্তন রাজনৈতিক বিশৃংখলার চিত্রটি সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন । শাজাহান পুত্রদের সংবাদ শুনে বিচলিত হয়েছেন দারার কাছে আমরা জানতে পারি বঙ্গদেশ সুজা বিদ্রোহ করেছে বটে কিন্তু সে এখনো সম্রাট নাম দেয়নি কিন্তু গুজরাটের সম্রাট নাম নিয়ে বসেছে মোরাদ আর দাক্ষিণাত্য থেকে ওরঙ্গজেব তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে”। এই দৃশ্যেই উল্লিখিত হয়েছে যে পূজার বিরুদ্ধে দারার পুত্র সুলেমানকে এবং ওরঙ্গজেব এর বিরুদ্ধে যশোবন্ত সিংহ এবং মীর কাসিম কাকে প্রেরণ করা হলো।

নাট্যকার নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যে ইতিহাস কে অনুসরণ করেছেন।। ধর্মাটের যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ এর জয়। সুজার বিরুদ্ধে সুলেমান এর সসৈন্যে আগমন এবং সুজার পরাজয়ও পলায়ন । পরাজিত যশোমন্ত সিংহের মুখের উপর তার স্ত্রীর দুর্গের দ্বার বন্ধ করা এসবই ইতিহাস সম্মত।জয়সিংহ সম্রাট পক্ষ ত্যাগ করে ওরঙ্গজেব এর পক্ষে যোগদান করেন । সমুগরের যুদ্ধে দরাকে পরাজিত করে ওরঙ্গজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার এবং শাজাহানকে বন্দী করেন। ঔরঙ্গজেব কৌশলে ছলনা করে মুরাদকে বন্দী করেন। যুদ্ধে পরাজিত দারা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান। দারার পরাজয় উৎসাহিত হয়ে সুজা সিংহাসন অধিকারের জন্য পুনরায় চেষ্টা করেন।কিন্তু সুজা যুদ্ধে ঔরঙ্গজেব হাতে পরাজিত হয়ে আরাকানের পলায়ন করেন এবং তার শেষ পরিণতি জানা যায় না। দারা নানা স্থানে আশ্রয় সন্ধান করে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের শশুর গুজরাটের শাসনকর্তা শাহনওয়াজ খান এর নিকট আশ্রয় পান।শাহনওয়াজ ধারার পক্ষ নিয়ে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন । এ যুদ্ধেও দ্বারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন জয়সিংহ বাহাদুর খানের নেতৃত্বে ঔরঙ্গজেবের সৈন্যরা পশ্চাদ্ধাবন করেন। রাজপুতানা সিন্ধু পার হোয়ে দাদাদের শাসনকর্তা শাহনওয়াজ খানের কাছে আশ্রয় নেন।এই জিয়ন খা কে এক সময় মৃত্যু হাত থাকে তারা একসময় মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন দারা কিন্তু জীবন খা বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা কে ধরিয়ে দেয় । বন্দি ধারাকে কঙ্কালসার হাতির পিঠে চড়িয়ে নগর প্রদক্ষিণ করানো হয় এবং কাজের বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে তারার প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। দারাকে রুগ্ন কঙ্কালসার হাতির পিঠে চড়িয়ে নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। নর-নারী দাড়ারে দুর্দশা দেখে চোখে জল ফেলে কিন্তু ঔরঙ্গজেবের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস করেনি। জিওয়ণ খার বিরুদ্ধে দাঙ্গার উল্লেখ

, কাজির বিচার এ দারার মৃত্যুর ঘটনা , সিপারকে পিতার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া এসবই ইতিহাস সত্য ঘটনা যা নাট্যকার নাটকে উল্লেখ করেছেন।ঔরঙ্গজেবের পুত্র মোহাম্মদ পিতার পক্ষ ত্যাগ করে কিছুকালের জন্য যার পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু শীঘ্রই ঔরঙ্গজেবের কৌশলে ধৃত হন এবং তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়। জয়সিংহ ও দিল্লির খা বিশ্বাসঘাতকতা করে সুলেমান এর পক্ষ ত্যাগ করে।সুলেমান নানাস্থানে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে গারোয়ালের হিন্দু রাজার কাছে আশ্রয় নেন কিন্তু সেই রাজার পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা করে সুলেমানকে ওরঙ্গজেব এর হাতে সমর্পণ করেন । বন্ধী সুলেমানকে ঔরঙ্গজেবের সামনে আনা হয় সুলেমানের গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী দশা ও বিষপ্রয়োগ ইতিহাস সত্য ঘটনা বলে প্রমাণিত নাটকটিতে নাট্যকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। জয়সিংহ এর মাধ্যমে যশমন্ত হাতকড়া ও ইতিহাসের ঘটনা । তার পূর্বে যশোমন্ত বিদ্রোহ এবং ঔরঙ্গজেবের শিবির লুট করার ঘটনাও ইতিহাসে রয়েছে। শাহজাহানের বন্দিজীবন চরম দুর্দশার মধ্যে কাটে এটাও ইতিহাসের ঘটনা । নাটকের শেষ দৃশ্যের শাহজাহানের অনুরোধে জাহানারা ঔরঙ্গজেব কে ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলে দেখানো হয়েছে কিন্তু কার্যত জাহানারা প্রচেষ্টাতেই ওরঙ্গজেব এর শাজাহান ক্ষমা করেন।পিতৃ হৃদয়ের ব্যাকুলতা ফোটাতে নাট্যকার এটুকু স্বাধীনতা নিয়েছেন মাত্র কিন্তু মূল ব্যাপারটি ঠিকই রেখেছেন।নাটকের শাহজাহানের সম্রাট সত্তা সঙ্গে পিতৃ সত্তার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত একটি মানুষের শোচনীয় ট্রাজে এর বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

এই ভাবেই নাটকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইতিহাসকে অবলম্বন করেই ইতিহাসে কাহিনী চরিত্র পরিবেশ অঙ্গনে নাট্যকার ইতিহাসের মর্যাদাসম্পন্ন

অক্ষুণ্ণ রেখেছেন । সুতরাং শাজাহান নাটকটি কে একখানে নিখুঁত নাটক বলা যায় আরো কৃতিত্ব এই যে ইতিহাসের তথ্য অবিকৃত রেখে তিনি পারিবারিক দ্বন্দ্ব করুন একটি নাটক রচনা করতে পেরেছেন।